MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
দাম : দশ টাকা

শোষণ ও দুঃশাসন হটাতে চাই-পুঁজিবাদের অবসান

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নির্বাচন প্রথা পদ্ধতি ধ্বংস করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৩-১৪ বছর প্রসাশন ও পুলিশের সহায়তায় গদি রক্ষার বেষ্টনী ক্রমাগত আঁটসাঁট মজবুত করতে চেয়েছে, কিন্তু দুর্নীতি ও দুঃশাসনের ফলে জনমনে গড়ে উঠা বিক্ষোভ এখন বিস্ফোরণের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। গণতান্ত্রিক বা গণচেতনা বিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ থাকায় বিরোধিতা এখন প্রায়

গণউন্মাদনার চেহারা নিয়েছে। ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী তাদের সম্পদ রক্ষা আর জীবন বাঁচানোর নিশ্চিত ব্যবস্থা এতোদিন যেভাবে সুরক্ষিত রেখেছিল নানা ধরনের কেলেঙ্কারি ও দুর্বৃত্তপনায় এখন তা হুমকিতে পড়েছে। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, পুলিশ প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিনা ভোটে কিংবা নিশি ভোটে জয়ী দলসহ প্রায় ষাট হাজারের বেশি কথিত স্থানীয় সরকারের জনবর্জিত জনপ্রতিনিধি, নির্বাচন কমিশন, রাতারাতি বিত্তবৈভবের মালিক বনে যাওয়া কথিত উদ্যোক্তাগোষ্ঠী, ব্যাংক ফাঁকা করে দেয়া ঋণখেলাপি, ঋণঅবলোপনকারী, বিদেশে টাকা পাচারকারী ইত্যাদি মিলে যে কঠিন রাষ্ট্রীয় জগদ্দল পাথর জনগণের মাথায় চাপানো ছিল, তাতে চিড় ধরা শুরু হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে বহু আগেই। ঢাকা শহরে ৪ জনের পরিবারে মাছ-মাংস ছাড়া খাওয়া খরচ মাসে ৯ হাজার ৫৯ টাকা আর মাছ-মাংস খেলে মাসে ২২ হাজার ৪২৯ টাকা লাগে বলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা খাতে খরচের ৭১% আর চিকিৎসা খাতে ৭৫% ব্যয় বহন করতে হয় পরিবারগুলোকে। প্রতিবছর শ্রম বাজারে ২০ লাখ চাকরি প্রত্যাশী এলেও নতুন চাকরি নেই বললেই চলে বরং ছাঁটাই চলছে। পরাধীন পাকিস্তান আমলে অগ্রহণযোগ্য হলেও ন্যূনতম মজুরির বিধান ছিল কিন্তু এখনও স্বাধীন বাংলাদেশে এই বিধান চালু হয় নাই। পাকিস্তানি ২২ পরিবার কারখানা তৈরি করেছে, কারখানা সংলগ্ন ভালো বসবাসের অনুপযুক্ত হলেও শ্রমিকদের জন্য কলোনি ছিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, খেলাধূলার মাঠ ছিল। স্বাধীন দেশের দেশপ্রেমিক শিল্পপতিরা ভালো আলো বাতাস খেলা বাসাবাড়ি, উপযুক্ত শিক্ষক, ক্লাশরুমসহ বিদ্যালয়, ডাক্তার নার্সসহ প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র দূরে থাক–পরাধীন আমলে শ্রমিকদের যা প্রাপ্য ছিল তা দেয়ার দায় থেকে মুক্ত থাকছেন ৫২ বছর ধরে। অথচ এরাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছেন মহাসমারোহে। এ যেন লুটপাটের স্বাধীনতা। উপায়হীন বেকার মানুষেরা যখন পেটের দায়ে রাস্তার

পাশে ফুটপাতে দোকান পাতে সেখানেও চলে ব্যাপক জবরদস্তির চাঁদাবাজি। ঢাকা শহরে প্রায় ৩ লাখের উপর হকার বসে, সেখানেও শাসক দলের পেটোয়াদের পুলিশি পাহারায় হামলা চলছে। প্রতিদিন শাসক দলের ২২ জন ৬ কোটি টাকা ফুটপাতের হকারদের কাছ থেকে তোলা তোলে। এই হিসেবে মাসে ১৮০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি হয়। পত্রিকার খবর অনুযায়ী এই টাকার ভাগ নিচ থেকে অনেক উপর পর্যন্ত নানা স্তরে যায়, *প্রথম আলো*-২৯ অক্টোবর '২২।

কারাগারের নাম হয়েছে এখন সংশোধনাগার নানা অপরাধে, বিনা বিচারে, মিথ্যা মামলায় জেলখানায় আছে এখন ৮৩ হাজার কারাবন্দি। এত কারাবন্দির জন্য চিকিৎসক আছে মাত্র ৪ জন। যদিও হোমরাচোমরা ক্ষমতাধররা থাকেন হাসপাতালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। ৬৮ কারাগারে ১৪১ চিকিৎসক পদের মধ্যে ১৩৭টিই খালি। শুধু রাষ্ট্রীয় কারাগার নয় সারাদেশই যেন আজ কারাগারে পরিণত হয়েছে। যাদের শ্রমে শহর চলে তাদের আজ বস্তি ছাড়া থাকার উপায় নেই। প্রায় ১০ লাখ বস্তিবাসী দখলদার- তোলাবাজদের কাছে জিম্মি। ঢাকা মহানগরে ১৯৯০-এর দশকে ৯৩ একর জমির উপর একটি বস্তি যার নাম কড়াইল বস্তি। এখানে ৪০ হাজার ঘর, ছোট বড় ১০ হাজার দোকান আছে। এদের মধ্যে ৫ হাজার ব্যক্তি মালিক যারা ভাড়া দিয়ে টাকা তোলে। এই বস্তিতে দিনমজুর, পোশাকশ্রমিক, রিকশা চালক, গৃহশ্রমিকসহ নিম্ন আয়ের ২ লাখের বেশি মানুষের বাস। এখানে ২ জন কাউন্সিলর কর্তৃত্ব করে যা মাঝে মাঝেই সংঘাতে রূপ নেয়। এই বস্তি থেকে মাসে ভাড়া উঠে ২৫ কোটি টাকা। এখানে অবৈধ গ্যাস-বিদ্যুৎ, পানি সংযোগের জন্য নেয়া টাকার হিসাব নাই; কিন্তু এই টাকা রাষ্ট্র পায় না। এই বিপুল পরিমাণ টাকা দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির ছাত্রছায়ায় নানা মহলে বিলি বণ্টন হয়। শুধু কড়াইল নয়, সব বস্তির একই হাল।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন গুলশান উত্তর কাঁচাবাজার দোতলাকে অবৈধ তিন তলা বানিয়ে ১৪১ দোকান বসিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতা- কর্মীরা। এই মার্কেট থেকে বছরে ভাড়া উঠে ১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। (প্রথম আলো ১৯ অক্টোবর '২২) সিটি কর্পোরেশনের কাজগুলো বণ্টিত হয় ক্ষমতাসীনদের মধ্যে। ফলে না থাকে মান আর না থাকে জবাবদিহিতা। ছোট একটা উদাহরণ দেয়া যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তিন দফায় ৭৪ লক্ষ টাকার মশার ওষুধ কিনেছে নগর ছাত্র লীগ নেতার প্রতিষ্ঠান থেকে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করা যাবে। এগুলি তো ছোট খাট ঘটনা। আর নদী দখল-জমি দখল, ব্যাংক-শেয়ার বাজার লুট, বিদেশে টাকা পাচার, ভুয়া কোম্পানি খুলে শত শত মানুষকে নিঃস্ব করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও ক্যাপাসিটি চার্জের নামে ৯০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া, ১০০ টাকার কাজ বাগিয়ে নিয়ে ১০ টাকায় কাজ কোনভাবে করে বা না করে ৯০ টাকা আত্মসাৎ করা ইত্যাদি তো আছেই। এভাবেই বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত দলসমূহ পুঁজিবাদী শোষণে লুটেরাগোষ্ঠী তৈরি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে অসহায় করে রেখেছে। অসহায় মানুষ শিক্ষার অভাবে বুঝতে পারে না কার্যকারণ বা বুঝতে পারলেও জিম্মি হয়ে থাকে বা জিম্মি হতে বাধ্য হয়। অক্ষম জনতা হয় উপরে হাত তুলে চোখের জল ঝরায় না হয় জমিনে শোষকদের ইচ্ছার কাছে লুটিয়ে পড়ে বা করুণা প্রার্থী হতে বাধ্য হয়। মাঝখানে থাকা উচ্ছিষ্ট সুবিধাভোগীগোষ্ঠী এ কাজে লাঠিয়াল বা সহায়কের ভূমিকা পালন করে। এরা নীতি আদর্শকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। টাকার শক্তিতে শক্তিমানরা মানবতাবোধকে পিষে মারে।

গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করতে করতে ভোটকে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করে। সারা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় ভোটের হাট বসে নির্দিষ্ট সময় অন্তর। বাংলাদেশের কারবারি শাসক দল সব ভোট-পণ্য গুদামজাত করে নিয়েছে। এখন দেশি বিদেশি বণিকগোষ্ঠী গুদাম খুলে খোলা হাট বসাবার কসরৎ করে চলেছে। জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে যে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়া হয়েছিল স্বাধীনতার পর থেকে ধাপে ধাপে, তা প্রকৃত মালিক জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার আলোচনা বা পন্থা নিয়ে কোন কথা নেই। রাজনীতি থেকে নীতি বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়ারা রাজনীতিকে খেলা বানিয়েছে। খেলা হবে এই ঘোষণা দিয়ে তারা গদি রক্ষা আর গদি দখলের খেলা দেখাচ্ছে। ক্ষমতার মালিক জনগণ ক্ষমতাহীন হয়ে তামাশার পর তামাশা দেখছে দিনের পর দিন। একটু সুদিনের আশায় বারবার এদের কাছে গিয়ে আরও বেশি দুর্দিনের কবলে পতিত হচ্ছে। কারণ জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি বামপন্থিরা এখনও দৃশ্যমান নয়। কিংবা যারা আছে তাঁরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদেরকে সমর্থবান করে তুলতে পারছে না, যেমন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকালেও পারেনি। তবে এটাই শেষ কথা নয় কিংবা এটাই শেষ পরিণতি নয়।

সমাজের বিকাশ এবং তার অংশ হিসাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকাশের প্রয়োজনেই তা সামনে আসতে বাধ্য। এই কাজে করণীয় হলো, হতাশা-প্রলোভন, পুঁজিবাদের ছায়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তি, কিছু না করে কোন ঝুঁকি না নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভে টিকে থাকার মনোবৃত্তি, নাম ভাসিয়ে রাখতে আদর্শের ঝান্ডা ফেলে ভোটের জোটে ঢোকা, পেটি বুর্জোয়া অস্থিরতায় পড়ে বিকল্প রাজনীতি এবং সংস্কৃতি গড়ার সর্বোচ্চ সাধ্যের শেষ চেষ্টা না করে বিভক্তি বিভ্রান্তির স্বস্তিতে থাকা, চিলে কান নিয়েছে প্রচারে দৌঁড়ে বেড়ানো, এসব অসুখ সারাতে হবে। এর জন্য দরকার শুধু মার্কসবাদের বুলি আওড়ানো নয়, মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে সঠিকভাবে রপ্ত করা এবং আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের সঠিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অতীত ভ্রান্তি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা। যাতে আমরা শ্রমিক কৃষক-মেহনতি মানুষের অসংগঠিত ক্ষমতাকে সংগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি। দুনিয়ার মজদুর এক

হও শ্লোগানকে কার্যকর করতে বাংলাদেশের মজদুরকে এক হওয়ার জায়গায় আনতে পারি। উদারপন্থিদের দাসত্বের বদলে সর্বহারা শ্রেণির মিত্র হিসাবে জড়ো করতে পারি।

এখন দুই বড় বুর্জোয়া দলের মহড়ায় মানুষ সামনে বিপদের প্রমাদ গুনছে। কিন্তু যে কথাটা বুঝতে পারছে না যে এর ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন থাকলে সংকট চলমান থাকবে আর মহাসংকট বারে বারে ঘুরে ফিরে আসবে। যেমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৩টি মহাসংকট পার হয়ে এখন চতুর্থ মহাসংকটে পড়েছে। প্রথমটি ছিল ১৯৭৫ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৮০-৮১ সালে, তৃতীয়টি ২০০৬-৭ সালে, আর এখন চতুর্থটি ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২২-২৩ এ চরম রূপ নিতে যাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণি জাতীয় স্বার্থে নিজস্ব উদ্যোগে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির চাপে-পরামর্শে সমস্যা একভাবে ফয়সালা করে কিন্তু সমস্যার মূল উৎপাটিত করতে পারে না। কখনও পোশাক বদল করে, কখনও খুন-খারাবি, হানাহানি-মারামারি, সংঘাত-সংঘর্ষ করে, কখনও অনুপাতে ভাগ বাটোয়ারা নিষ্পত্তি করে তারা সমাধান খোঁজে। এ সকল বড় সংকটে বুর্জোয়াদের কোন একটা গোষ্ঠী হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু গোটা বুর্জোয়া শ্রেণি লাভবান হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনসাধারণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বুর্জোয়া শাসন সংকট উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি ফল এক। আখেরে বুর্জোয়াদের পকেট স্ফীতি, শ্রমজীবীদের দুর্গতি বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বেরও একই দশা। তারা পররাজ্য গ্রাস, সম্পদ লুণ্ঠন, বাজার দখল, পুঁজির বিস্তার, যুদ্ধোন্মাদনা, যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে সংকট নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে। বিশ্ব মন্দা সৃষ্টি মহাসংকটে পড়ে তারা দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে। এখন বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধকে সামনে রেখে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে। কিন্তু বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে, করোনার মতো মহামারিতে, দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষ মরেছে, কিন্তু ৩০০ কোটি মানুষের সম্পদের পরিমাণ সম্পদ ৩০ জনের হাতে জমা হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে, কৃৎকৌশলের উন্নতি হয়েছে কিন্তু পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বৈষম্য। সাধারণ মানুষ ভাবছেন, তাহলে উপায় কী? উপায় দেখিয়েছিল রুশ বিপ্লব। মানবজাতিকে এগিয়ে দিয়েছিল এক ধাপ সামনে। আদর্শগত চর্চায় ভুল আর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকলেও সেটা মানবমুক্তির বিশাল নিশানা রেখে গেছে। সংকট সমাধান করতে হলে সে পথেই দুনিয়াকে এগোতে হবে।

আমাদের দেশেও পুঁজিবাদ সৃষ্ট বুর্জোয়া শাসন কবলিত মহাসংকটের হাত থেকে বাঁচার উপায় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণের হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা। এখনই তা সম্ভব না হলেও গণআন্দোলনের শক্তিশালী ধারা রচনা করা ও ভবিষ্যৎ গতিমুখ সেদিক রাখা এই মুহূর্তের প্রধান কাজ। বাসদ সে লক্ষ্যে সীমিত শক্তি সামর্থ্য নিয়েই এগুচ্ছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে, দলীয় যৌথতার বন্ধনে ইতিহাসের পাঠ নিয়ে। শ্রমজীবী জনগণের সুপ্ত শক্তি ও জাগ্রত চেতনাই আমাদের প্রধান ভরসা। ফলে রাজনীতির এই জটিল সময়ে দর্শক হয়ে থাকা নয় আসুন সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। শোষণের সমাজ আর দুঃশাসনের ব্যবস্থা উৎপাটনের সংগ্রাম শক্তিশালী করি। বাসদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আহবান জানাই– আসুন ব্যবস্থা বদলের মাধ্যমে অবস্থা বদলের আন্দোলনে যুক্ত হই এবং সংগ্রামটাকে এগিয়ে নেই।